FORB Learning Platform

স্ক্রিপ্ট: ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা– ধর্ম ও বিশ্বাস প্রকাশের অধিকার

ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার দ্বিতীয় মৌলিক উপাদানটি হচ্ছে শিক্ষাদান, চর্চা, উপাসনা ও উদযাপনের মধ্য দিয়ে আপনার বিশ্বাসকে প্রকাশ করার স্বাধীনতা। এটি ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতার বাহ্যিক দিক হিসেবে পরিচিত। তবে ধর্ম বা বিশ্বাস ধারণ বা পালনের অধিকারের মত প্রকাশের অধিকার নিরঙ্কুশ নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই অধিকারকে সীমিত করা যেতে পারে।

প্রকাশ করার অর্থ হচ্ছে ধর্মীয় বিশ্বাসকে কথায় ও কাজে ব্যক্ত করা। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুসারে প্রকাশ্যে বা গোপনে, একাকী বা দলবদ্ধভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস প্রকাশের অধিকার মানুষের রয়েছে।

আপনি ব্যক্তিগতভাবে প্রার্থনা করতে পারেন এবং উপাসনা ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে আপনার ধর্ম বা বিশ্বাসকে প্রকাশ করতে পারেন।

এই সম্প্রদায়েরও অধিকার আছে – তবে তার সদস্যদের উপর নয়, বরং রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধিকার। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি হচ্ছে, ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক কোনো সম্প্রদায় আইনগত পরিচয় লাভ করতে চাইলে রাষ্ট্র তাদের এই অধিকার নিশ্চিত করবে, যাতে তারা ব্যাংক এ্যাকাউন্ট খুলতে পারে, মানুষকে কাজে নিযুক্ত করতে পারে, স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারে এবং প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে পারে।

ব্যক্তি এবং গোষ্ঠী নানা উপায়ে তার ধর্ম বা বিশ্বাস চর্চা বা প্রকাশ করতে পারে এবং জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞরা এমন অনেক উদাহরণ দিয়েছেন যেগুলো এই অধিকার দ্বারা সুরক্ষিত:

- *উপাসনায় অংশগ্রহণের জন্য একত্রিত হওয়া, উৎসব উদযাপন এবং বিশ্রাম পালন করা।*
- *ধর্মীয় পোশাক পরিধান করা ও বিশেষ খাবার গ্রহণ করা।*
- *উপাসনার স্থান ও কবরস্থানের সত্ত্বাধিকার এবং ধর্মীয় প্রতীক প্রদর্শন করা।*
- *সামাজিক দায়িত্ব পালন, যেমন দাতব্য প্রতিষ্ঠান গঠন করা।*
- *ধর্ম বা বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা, শিক্ষা প্রদান করা এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা বা নিযুক্ত করা।*
- *নিজ বিশ্বাস সম্পর্কে সাহিত্য রচনা, প্রকাশ এবং বিতরণ করা*
- *এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশ্বাস সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা।*
- *স্বেচ্ছামূলক অনুদানও গ্রহণ করা যেতে পারে।*

এ পর্যায়ে আপনি বলতে পারেন – দারুন, আমি চাই আমার সম্প্রদায়েরও ঠিক এই অধিকারগুলো থাকবে!

আপনি হয়তো কিছুটা চিন্তিতও হয়ে পড়েছেন! যে দলগুলো তাদের সদস্যদের দমিয়ে রাখে ও নিয়ন্ত্রণ করে, বা অন্যদের প্রতি ঘৃণা ও সহিংসতা ছড়ায় তাদের কী হবে? তাদের কি নিজেদের বিশ্বাস প্রচার করা এবং চর্চা করার স্বাধীনতা রয়েছে?

এর প্রেক্ষিতে আমার কাছে দুটি উত্তর রয়েছে :

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি'র ৫ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কোনো একটি অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অন্য একটি অধিকারকে লংঘন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কাজেই ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা কোনো রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অন্যের উপরে বলপ্রয়োগ, সহিংসতার প্রশ্রয় বা সহিংস আচরণের অনুমতি দেয় না।

হ্যাঁ, অনেক দেশের সরকার এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী বলপ্রয়োগ বা নিপীড়ন করে থাকে। কিন্তু ধর্ম বা বিশ্বাসের স্বাধীনতা তাদেরকে এই অধিকার দেয় না। বরং এই অধিকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা নিপীড়ন ও সহিংসতার শিকার হয় তাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া।

দ্বিতীয়ত, আপনার বিশ্বাস ধারণ ও বেছে নেওয়ার অধিকারের উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যায় না, কিন্তু ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশ ও চর্চার অধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে। কিন্ত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি'র ১৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কেবলমাত্র নিম্নোক্ত চারটি শর্ত পূরণ করার পরই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে:

নিষেধাজ্ঞা অবশ্যই হতে হবে আইনের আওতায় আরোপিত, অন্যদেরকে সুরক্ষা দানের জন্য অপরিহার্য, বৈষম্যহীন এবং কোনো সমস্যা নিরসনের যৌক্তিক সমাধান।

এই শর্তগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই শর্তগুলো না থাকলে সরকার তার অপছন্দের যেকোনো গোষ্ঠী বা চর্চার উপর খেয়াল মত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে।

নিষেধাজ্ঞা হওয়া উচিত সর্বশেষ পন্থা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার নয়। দুঃখজনক হল, অনেক সরকারই এই শর্তগুলো উপেক্ষা করে এবং ধর্ম প্রকাশের অধিকার লঙ্ঘনের অগণিত উদাহরণ আমরা দেখতে পাই।

নিবন্ধনের উপর নিষেধাজ্ঞামূলক আইন একটি বড় সমস্যা। অনেক দেশের আইনে ধর্মীয় নিবন্ধন বাধ্যতামূলক এবং ধর্ম বা বিশ্বাসের চর্চা নিবন্ধনের উপর নির্ভরশীল যা আন্তর্জাতিক আইনের লংঘন হিসেবে বিবেচিত। নিবন্ধন কখনো ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশের স্বাধীনতার পূর্বশর্ত হতে পারে না। বরং কোনো সম্প্রদায় চাইলে যাতে আইনগত পরিচয় লাভ করতে পারে সেটিই নিবন্ধনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

যেসকল রাষ্ট্র অনিবন্ধিত ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে সেসব রাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণমূলক এমন আইনও রয়েছে যা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিবন্ধনের সক্ষমতাকে সীমিত করে ফেলে । যেমন, কাজাখিস্তানে অনিবন্ধিত ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ এবং অনেক গোষ্ঠীকে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি। সেখানে নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বাইরে অন্য কারও সাথে ধর্ম নিয়ে কথা বলা বেআইনী এবং সমস্ত ধর্মীয় সাহিত্য ব্যবহার করার আগে অবশ্যই সরকারি ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হয়। এগুলো সব ধর্মীয় সম্প্রদায়কেই ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

সরকার বিভিন্নভাবে ধর্মচর্চায় বাধা সৃষ্টি করে থাকে। ভিয়েতনাম সরকার রাস্তায় চেকপয়েন্ট বসিয়েছে যাতে করে হোয়া হাও বৌদ্ধরা তাদের প্যাগোডাতে যেতে না পারে। সৌদি আরবে অমুসলিমদের প্রকাশ্যে উপাসনা করা নিষিদ্ধ এবং কিছু অভিবাসী কর্মীকে সমবেত উপাসনায় হামলার অভিযোগে গ্রেফতার করে নিজ দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। চীন এবং ইন্দোনেশিয়ার কিছু এলাকায় কর্তৃপক্ষ চার্চ ভেঙ্গে দিয়েছে।

রাশিয়ার উগ্রপন্থাবিরোধী আইনের আওতায় হাজার হাজার প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে, যার মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসকে প্রকাশ করে এমন অনেক প্রকাশনা রয়েছে। কোনো একটি নির্দিষ্ট বই নিষিদ্ধ কিনা সেটা খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, কিন্তু যদি তা কারও সংগ্রহে পাওয়া যায় তাহলে এর শাস্তি হতে পারে জরিমানা, কারাদণ্ড বা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বহিষ্কার করা। কোন ধর্মবিশ্বাস প্রচার করা যাবে? করা গেলে কোথায় করা যাবে? এবং কে করতে পারবে? এসব ব্যাপারেও কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

ফ্রান্সে কোনো কোনো শহরের মেয়র জননিরাপত্তার নামে বারকিনি নামের একটি সাঁতারের পোশাকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন, যা মুখমন্ডল বাদে বাকি সমস্ত দেহ আবৃত করে রাখে। সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত শেষ পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা আইন খারিজ করে দিলেও প্রকাশ্যে মুখ ঢাকা পোশাক পরিধানের উপর নিষেধাজ্ঞা এখনও রয়েছে। এছাড়া কিছু কিছু ইউরোপীয় দেশে ইসলামিক এবং ইহুদী পন্থায় মাংস জবাই নিষিদ্ধ।

ধর্ম প্রকাশের অধিকার সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও দলের কার্যক্রমের মধ্য দিয়েও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ৯টি ইউরোপীয় দেশের ৫০০০ এর বেশি ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের নিয়ে করা একটি জরিপের শতকরা ২২ জন বলেছেন, তারা ব্যক্তিগত নিরাপত্তার স্বার্থে কিপ্পার মত ধর্মীয় পোশাক প্রকাশ্যে পরিধান করা থেকে বিরত থাকেন। এছাড়া অনেক দেশেই ইহুদীদের কবরস্থানকে অসম্মানিত করা হয়ে থাকে।

মিসর, পাকিস্তান ও নাইজেরিয়ার কিছু কিছু স্থানে বিভিন্ন সন্ত্রাসী দল ইসলামের নামে সহিংস হামলা চালাতে পারে এই ভয়ে অনেকে সমবেত ধর্মীয় উপাসনায় অংশগ্রহণ করতে ভয় পান। অন্যদিকে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের কিছু জায়গায় মুসলিম বিরোধী সামরিকজান্তার আক্রমণের ভয়ে শুক্রবারের সমবেত নামাজে অংশগ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয়কেই কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের বিশ্বাস প্রকাশ করার অধিকারকে সুরক্ষা দেয়। এটি ব্যক্তিগতভাবে বা প্রকাশ্যে করা যেতে পারে। কী কী ধরনের চর্চাকে সুরক্ষিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে মানবাধিকার দলিলসমূহে বহু উদাহরণ রয়েছে, এবং গোষ্ঠীভিত্তিক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সুরক্ষা হচ্ছে আইনগত পরিচয়ের অধিকার।

ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশের অধিকারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে, তবে সেক্ষেত্রে কিছু কঠোর শর্ত পূরণ করতে হবে। এই শর্তগুলো হচ্ছে- নিষেধাজ্ঞাকে আইনগতভাবে বৈধ, অন্যদের সুরক্ষা দানের জন্য অপরিহার্য, বৈষম্যহীন এবং কোনো সমস্যার যৌক্তিক সমাধানের জন্য হতে হবে।

দুঃখজনক হল, বিশ্বের অনেক সরকারই এই সকল নিয়ম অনুসরণ করে না। এবং সরকার ও সামাজিক বিভিন্ন গোষ্ঠী উভয়েই ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশের এই অধিকার লংঘন করে থাকে।

এই ওয়েবসাইটের প্রশিক্ষণ উপকরণসমূহ থেকে ধর্ম বা বিশ্বাস প্রকাশের অধিকার এবং এ সম্পর্কিত মানবাধিকার দলিলসমূহ সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে পারবেন।

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত: এসএমসি ২০১৮